

সম্মান

বর্ষ ২০২৫-২৬



প্রান্তিক দরিদ্রের জন্য
আর্থিক স্বনির্ভরতার পথ



প্রকাশক

অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদে

শারমিন আক্তার, সঞ্চয় ১৬২১, সাভার, ঢাকা

প্রতিবেদনকাল

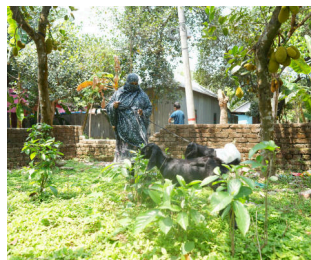
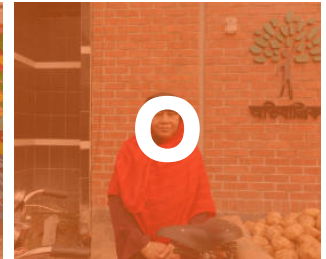
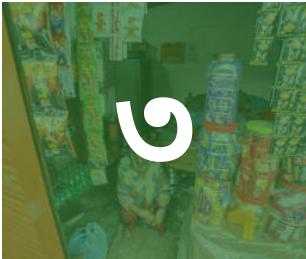
১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫; কর্মসূচির অবস্থা অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত

ঠিকানা	বাড়ি ০৯, রোড এস১, ব্লক এফ, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬
ফোন	+880 1701 666301
ওয়েবসাইট	obhizatrik.org/shokkhom
ইমেইল	info@obhizatrik.org
ফেসবুক	/obhizatrik
ইনস্টাগ্রাম	/obhizatrikfoundation
ইউটিউব	/@obhizatrik
লিংকডইন	/company/obhizatrik

জীবিকা প্রকল্প

সম্ভ্রম

প্রান্তিক দরিদ্রের জন্য
আর্থিক স্বনির্ভরতার পথ



৩,২০০+ পরিবার
এবং বাড়ছে...

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক	মুখবন্ধ	০৫
	এক নজরে সক্ষম	০৬
01 প্রস্তাবনা	১.১ অভিযান্ত্রিক সম্পর্কে	০৮
	১.২ লক্ষ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য	০৯
	১.৩ সক্ষম কী?	১১
	১.৪ সক্ষমের যাত্রা	১১
	১.৫ সময়রেখা ও প্রভাবচিত্র	১২
	১.৬ জীবিকা মডেল ও সক্ষম প্রক্রিয়া	১৩
	১.৭ শরিয়াহ বোর্ড	১৪
02 সক্ষম মডেল	২.১ বর্তমান জীবিকা মডেল	১৬
	২.২ পরিবহন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা মডেল	১৭
	২.৩ পশুপালনভিত্তিক মডেল	১৮
	২.৪ কৃষিভিত্তিক মডেল	১৯
03 সক্ষম নারী	৩.১ নারীর ক্ষমতায়ন	২১
	৩.২ দেশজুড়ে সক্ষম নারী	২২
	৩.৩ সফল সক্ষম নারীর গল্প	২৩
04 প্রভাব ও লক্ষ্য	৪.১ এক নজরে: সারা বাংলাদেশে সক্ষম	২৫
	৪.২ বছরের মুখগুলো	২৬
	৪.৩ সাফল্যের গল্প	২৭
	৪.৪ ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২৯
	৪.৫ অর্থায়ন পরিকল্পনা	৩১
05 স্বীকৃতি	৫.১ পুরস্কার ও স্বীকৃতি	৩৩
	৫.২ শুভানুধ্যায়ীদের মন্তব্য	৩৪



লাবনী বেগম ও তাঁর ছেলে · সক্ষম ১০০৫ · গরু পালন · সাভার, ঢাকা

মুখবন্ধ

২০১০ সালে যাত্রা শুরুর সময় অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনের অঙ্গীকার ছিল সহজ, কিন্তু দৃঢ়: বাংলাদেশের সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের বাস্তব পথ তৈরি করা। ২০১৬ সালে সেই অঙ্গীকার একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পায়। অল্প কিছু যাকাতের অর্থ এবং দুটি অতিদরিদ্র পরিবার নিয়ে শুরু হয় সক্ষম।

সেই দুটি পরিবারকে আমরা ত্রাণ দিইনি; দিয়েছিলাম উপার্জনের একটি অবলম্বন। আমরা নিয়মিত তাঁদের খোঁজখবর রেখেছি পুরো একটি বছর। দুটি পরিবারই তাদের লাভ ব্যবসায় পুনর্বিনিয়োগ করে। পরবর্তী সময়ে তিন ধাপের মূল্যায়ন, পরিবারের দক্ষতা অনুযায়ী ব্যবসার আয়োজন, শরিয়াহ বোর্ড, সক্ষম নারী, যা কিছু গড়ে উঠেছে, তার ভিত্তি ছিল ওই প্রথম অভিজ্ঞতা।

এই প্রতিবেদনের সময়কালে মূল্যস্ফীতি পরিবারের দৈনন্দিন খরচে চাপ তৈরি করেছে, আর উপকূল ও চরাঞ্চলে জলবায়ুজনিত বাস্তবচ্যুতি আমাদের কর্ম এলাকার মানুষকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে। এই বাস্তবতায় সক্ষম সাময়িক সহায়তায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। ১৮টি জেলায় ৩,২০০-এর বেশি পরিবারকে উৎপাদনশীল সম্পদ, দক্ষতা এবং টেকসই জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় মেন্টরিং দিয়ে সহায়তা করেছে, যাঁদের ৬০% নারী।

এই প্রতিবেদনে কর্মসূচিটি যেভাবে পরিচালিত হয়, ঠিক সেভাবেই তুলে ধরা হয়েছে: কীভাবে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়, তাঁরা কী সহায়তা পান, হস্তান্তরের পর কী হয় এবং আমরা এখনও কী শিখছি। অর্জনের পাশাপাশি তথ্যপ্রমাণের সীমাবদ্ধতাও আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি, এবং ২০২৬ থেকে ২০৩০ সালের জন্য আমাদের অঙ্গীকারগুলো এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি।

আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদার, করপোরেট পৃষ্ঠপোষক এবং প্রতি রমজানে আমাদের ওপর আস্থা রাখা শত শত যাকাতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এই প্রতিবেদনের পরিবারগুলোই এই পরিবর্তনের প্রকৃত কারিগর। সুযোগ পেলে তাঁরা শুধু দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসেন না; হয়ে ওঠেন আত্মবিশ্বাসী, স্বাবলম্বী এবং প্রকৃত অর্থেই সক্ষম।

আহমেদ ইমতিয়াজ জামি

প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট, অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন

এক নজরে সক্ষম

সক্ষম অভিযান্ত্রিক ফাউন্ডেশনের যাকাতভিত্তিক জীবিকা কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে একটি অতিদরিদ্র পরিবারকে তাদের দক্ষতা ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি উৎপাদনশীল সম্পদ দেওয়া হয় এবং আয় স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত মেন্টরিং অব্যাহত থাকে। ভিন্নভাবে উল্লেখ করা না থাকলে প্রতিবেদনকালীন সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য নিম্নরূপ:

৩,২০০+	১৮	৬০%
২০১৬ থেকে সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবার	জেলায় চলমান প্রকল্প	উপকারভোগী নারী
৪	৩	১০
মডেল শ্রেণি: পরিবহন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পশুপালন, কৃষি	ধাপের মূল্যায়ন প্রতিটি প্রার্থীর জন্য	২০২৬ সালে দশম বর্ষে পদার্পণ

প্রতিবেদনটি যেভাবে পড়বেন। অধ্যায় ১: প্রেক্ষাপট, ইতিহাস, প্রক্রিয়া ও শরিয়াহ তত্ত্বাবধান। অধ্যায় ২: চারটি জীবিকা মডেল শ্রেণি। অধ্যায় ৩: সক্ষম নারী। অধ্যায় ৪: ব্যাপ্তি, গল্প, ২০২৬ থেকে ২০৩০ লক্ষ্য ও অর্থায়ন পরিকল্পনা। অধ্যায় ৫: বাহ্যিক স্বীকৃতি।

সারণি ১। কর্মসূচির সারসংক্ষেপ, প্রতিবেদনকাল ১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫

সূচক	অবস্থা
কর্মসূচির শুরু	২০১৬, দুটি পরিবার, যাকাতভিত্তিক মূলধন
সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবার	৩,২০০+
ভৌগোলিক বিস্তার	১৮ জেলা: ঢাকা (সভারসহ), গাজীপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, কুষ্টিয়া, রংপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, কুমিল্লা, সিলেট, মৌলভীবাজার, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, ফেনী ও বাগেরহাট
উপকারভোগীর ধরন	অতিদরিদ্র পরিবার (দৈনিক ৩ ডলারের নিচে); ৬০% নারী, যাঁদের বড় অংশ বিধবা, একক মা ও স্বামী পরিত্যক্তা
নির্বাচন	সাম্প্রদায়িক, বাড়ি পরিদর্শন ও ঝুঁকি মূল্যায়ন; শরিয়াহ বোর্ডের পর্যালোচনা
সহায়তা প্যাকেজ	সম্পূর্ণ মালিকানায় উৎপাদনশীল সম্পদ, ব্যবসা প্রশিক্ষণ, বাড়ি পরিদর্শন, আর্থিক শিক্ষা; নারীদের জন্য সক্ষম নারী কর্মশালা ও নারী পরামর্শক
অর্থায়ন	দেশ ও প্রবাসের ব্যক্তি যাকাত ও সাদাকাদাতা, করপোরেট সিএসআর, প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদার; প্রকল্পপ্রতি আনুমানিক ১৫,০০০ থেকে ১,২৫,০০০ টাকা
সুশাসন	নিবেদিত শরিয়াহ বোর্ড; প্রতি বছর মাহফেল হক অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস (এজিএন ইন্টারন্যাশনাল) কর্তৃক নিরীক্ষিত
২০৩০ লক্ষ্য	৪০ জেলায় ৫০,০০০ পরিবার; নেতৃত্বে ৫০% নারী; ১০০% ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ; স্বাধীন ফলাফল মূল্যায়ন



01

প্রস্তাবনা

অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন একটি অলাভজনক সংস্থা (এনজিওএবি নিবন্ধন নং ৩৩০১, সোসাইটি নিবন্ধন নং এস-১২০১৩), যা ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পাশে কাজ করছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষ ও পরিবারের জীবন ও জীবিকায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নানা উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে অবদান রেখে চলেছি। আমাদের কাজের মূল বিশ্বাস: স্থানীয় নেতৃত্বে, তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে, স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনায় ও অংশীদারিত্বে পরিচালিত টেকসই উদ্যোগই মানুষের মর্যাদা ও সুযোগকে স্থায়ী করে তোলে। আমাদের প্রচেষ্টা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১, ৪, ৮, ১৩ ও ১৭-এ অবদান রাখে।

আমাদের কাজ চারটি কৌশলগত স্তরে সাজানো:

১. জীবিকা ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি
২. শিক্ষা ও তরুণ নেতৃত্ব
৩. খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য
৪. জলবায়ু সহনশীলতা ও জরুরি সাড়াদান

ষোলো বছরে অভিযাত্রিক দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মিশনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। কিছু অর্জন:

- ৩২ জেলায় দারিদ্র্যে থাকা ১ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো
- মিরপুর ও চরলতায় দুটি ক্যাম্পাসে প্রায় ৬০০ শিশুকে মানসম্মত বিনামূল্যে শিক্ষা
- ১৮ জেলায় সক্ষম জীবিকা প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,২০০-এর বেশি পরিবারকে স্বাবলম্বী করা
- ২,২০,৫০০-এর বেশি মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা
- ৮,২০,০০০ পুষ্টিগত খাবার বিতরণ এবং ২,৭৫,৫০০ মানুষকে জরুরি সহায়তা

বাংলাদেশের প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষ যেন দারিদ্র্যের চক্র ভেঙে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন, সে লক্ষ্যে কাজ করে অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন। সারা দেশে ৩,৫০০-এর বেশি স্বেচ্ছাসেবক আমাদের প্রকল্পে যুক্ত, আর অর্থায়ন করেন দেশ ও বিদেশের ব্যক্তি দাতা, করপোরেট পৃষ্ঠপোষক ও প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদার। আমাদের আর্থিক বিবরণী প্রতি বছর একটি স্বাধীন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি ফার্ম নিরীক্ষা করে।

১.১

অভিযাত্রিক সম্পর্কে

এক নজরে:
বর্তমান কার্যালয়

৩

মিরপুর (ঢাকা), চরলতা, পটুয়াখালী;
আন্তর্জাতিক শাখা পর্তুগালে নিবন্ধিত

স্কুল ক্যাম্পাস:

২

মিরপুর (ঢাকা), চরলতা (রাঙ্গাবালী)

সক্ষম

৩,২০০+

পরিবার

১৮ জেলায়

স্বেচ্ছাসেবক

৩,৫০০+

৩২ জেলাজুড়ে

যেসব এসডিজিতে আমরা অবদান
রাখি

১ দারিদ্র্য বিলোপ	৪ মানসম্মত শিক্ষা	৮ শোভন কাজ
১৩ জলবায়ু কায়দা	১৭ অংশীদারিত্ব	

১.২

লক্ষ্য



তরুণ ও জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়িত করা, যেন তারা সামাজিক ন্যায়বিচার, জলবায়ু সহনশীলতা ও ডিজিটাল উদ্ভাবনকে এগিয়ে নেওয়ার অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাধান একসঙ্গে গড়ে তুলতে পারে। শিক্ষা, অংশীদারিত্ব ও সহমর্মী নেতৃত্বের মাধ্যমে আমরা এমন ব্যবস্থা গড়ি যা স্থায়ী প্রভাব ও সম্মিলিত কল্যাণ নিশ্চিত করে।

দৃষ্টিভঙ্গি



একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহনশীল সমাজ, যেখানে তরুণ ও জনগোষ্ঠী সহমর্মিতা, উদ্ভাবন ও সম্মিলিত উদ্যোগে পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেয়। ব্যবহারিক দক্ষতা, শিক্ষা ও সম্পদ দিয়ে নাগরিকদের স্বনির্ভর ও স্বাধীন করে তুলে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক দারিদ্র্য দূর করাই আমাদের লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য



১. সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষায় বিনামূল্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
২. উপকারভোগীর জন্য বিনা খরচে পূর্ণাঙ্গ জীবিকা মডেল গড়ে আয়ের সুযোগ বাড়ানো।
৩. বিনামূল্য মুদিপণ্য, তাজা খাদ্য ও রান্না করা খাবার সরবরাহ করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৪. বিনামূল্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ ও চিকিৎসাসেবা দিয়ে স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করা।
৫. জলবায়ুজনিত আঘাতে সাড়া দেওয়া এবং দীর্ঘমেয়াদে জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা গড়ে তোলা।

“

করোনা আমার জন্য অভিশাপ ছিল। করোনার আগে টাকাপয়সার টানাটানি থাকলেও জীবন চলছিল। তারপর মহামারি এল। আমার কোনো কাজ রইল না। ভ্যানের ব্যবসা ভেঙে পড়ল, আর আমার সবচেয়ে দামি হাতিয়ার, ভ্যানটাই বেচে দিতে হলো। মহামারির পর সবার জীবন আগের জায়গায় ফিরতে শুরু করল, আমারটা ফিরল না। নিজের ভ্যান নেই, ঋণে ডুবে আছি, এমন সময় অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনের কথা জানলাম। এখন ভাড়ার ভ্যানে নয়, নিজের ভ্যানে কাজ করি। প্রতিটা দিনই লড়াই, কিন্তু একটু একটু করে লাভের মুখ দেখছি, ঋণ শোধ করতে পারছি। নিজের ভ্যান থাকলে মনের শান্তি আর লাভ, দুটোতেই তফাত হয়।”

মো. লুৎফর, ভ্যান মালিক, সক্ষম ৯৬৯, মিরপুর, ঢাকা



১.৩

সক্ষম কী?

২০২৫ সালে আনুমানিক ১৭ কোটি ৫৭ লাখ জনসংখ্যার বাংলাদেশ স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরও দারিদ্র্যের বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। প্রায় ২৮% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন, আর ৯.৩৫% অতিদরিদ্র, যাঁদের দৈনিক আয় তিন মার্কিন ডলারের কম। এই স্থায়ী দারিদ্র্যের একটি বড় কারণ শহর ও গ্রামের উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান। নানা আর্থসামাজিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও অভিযান্ত্রিক ফাউন্ডেশন ২০১৬ সালে সক্ষম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়: বিনামূল্যে পূর্ণাঙ্গ ব্যবসার আয়োজন দিয়ে অতিদরিদ্রদের ক্ষমতায়নের একটি প্রকল্প।

মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য হ্রাস এবং সুবিধাবঞ্চিত ও নিঃস্ব মানুষের আয়ের সুযোগ বাড়ানো। প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র দুটি পরিবার নিয়ে ছোট পরিসরে কর্মসূচিটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়। ফলাফল ছিল আশাব্যঞ্জক: উপকারভোগীরা লাভ করেছেন এবং সেই লাভ ব্যবসায় পুনর্বিনিয়োগ করেছেন। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১৬ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে সক্ষম দেশের আঠারোটি জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে এবং প্রায় এক দশকে ৩,২০০-এর বেশি পরিবারকে দারিদ্র্য থেকে উত্তরণে সহায়তা করেছে।

১.৪

সক্ষমের
যাত্রা

শুরুর দিকে সক্ষমের প্রকল্পগুলো সম্পূর্ণভাবে দাতাদের যাকাতের অর্থে পরিচালিত হতো। যাকাত ইসলামের একটি আর্থিক বিধান, যার আওতায় সামর্থ্যবান মুসলমানরা প্রতি বছর তাঁদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ অত্যাধীন মানুষের জন্য দান করেন। সক্ষমের লক্ষ্য ছিল যাকাতের এই অর্থকে টেকসই ও ইতিবাচক পরিবর্তনে রূপ দেওয়া। যাকাতের শরিয়াহসম্মত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে সংস্থা ইসলামি আলেমদের নিয়ে একটি যাকাত কমিটি গঠন করে।

সময়ের সঙ্গে সক্ষমের প্রকল্পগুলো উপকারভোগীদের জীবনে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে শুরু করে এবং দেশজুড়ে মানুষের আস্থা ও প্রশংসা অর্জন করে। বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে এই উদ্যোগে অবদান রাখার আগ্রহ বাড়তে থাকায় আমরা কর্মসূচিটি আরও সম্প্রসারণের সুযোগ গ্রহণ করি। আজ আমাদের দাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে আছেন দেশ ও প্রবাসের নানা ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতির মানুষ। তাঁদের সহায়তায় অভিযান্ত্রিক ফাউন্ডেশন ৩,২০০-এর বেশি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। অনেক উপকারভোগী জানান, সক্ষমে যুক্ত হওয়ার আগে তাঁরা অন্যের দানের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন; আজ তাঁরা নিজেরাই যাকাত দেন।

১.৫

সময়রেখা



সক্ষম যেখানে কাজ করে

সক্ষম শহর, গ্রাম, উপকূল, হাওর ও দুর্গম পল্লি অঞ্চলে অনেক মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে। ঢাকা থেকে রংপুর, কুষ্টিয়া থেকে পটুয়াখালী, গাজীপুর থেকে বরিশাল, কর্মসূচিটি এমন পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছেছে যারা একসময় গভীরতম দারিদ্র্যে আটকে ছিল। উপকারভোগীদের ৬০% নারী, যাদের বড় অংশ বিধবা, একক মা ও স্বামী পরিত্যক্তা।

প্রভাবচিত্র

৬০% নারী

উপকারভোগী

৪০% পুরুষ

উপকারভোগী

প্রকল্প এলাকা

১৮ জেলা

ঢাকা (সোভারসহ) · গাজীপুর ·
ময়মনসিংহ · কিশোরগঞ্জ ·
জামালপুর · কুষ্টিয়া · রংপুর ·
বরিশাল · পটুয়াখালী ·
খাগড়াছড়ি · কক্সবাজার ·
কুমিল্লা · সিলেট · মৌলভীবাজার ·
লক্ষ্মীপুর · চট্টগ্রাম · ফেনী ·
বাগেরহাট

প্রকল্পের ধারাবাহিকতা

৯৯%

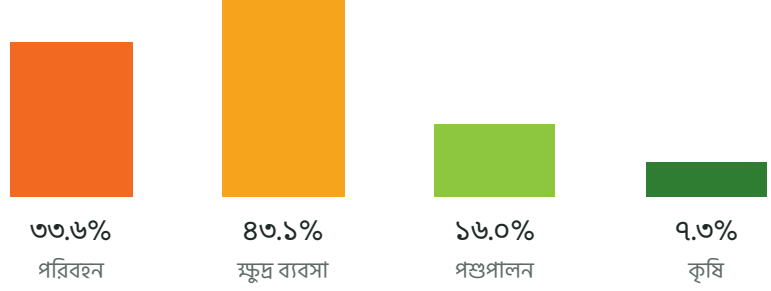
প্রকল্প ফলো-আপ পরিদর্শনে
সচল



১.৬

সক্ষম
জীবিকা মডেল

- পরিবহনভিত্তিক মডেল
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা
- পশুপালনভিত্তিক মডেল
- কৃষিভিত্তিক মডেল



সক্ষম রেজিস্টারের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ শ্রেণি নিরীক্ষা অনুযায়ী মডেল শ্রেণিভিত্তিক প্রকল্পের অনুপাত।

সক্ষম
প্রক্রিয়া

প্রকল্প প্রতিবেদন শেয়ার	06
সম্পদ হস্তান্তর	05
প্রার্থী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ	04
প্রার্থীর প্রোফাইল দেখা ও বাছাই	03
যাকাত গ্রহণ, প্রার্থী মূল্যায়ন	02
আলোচনা ও আবেদন আহ্বান	01

সক্ষমের প্রতিটি প্রকল্প আলোচনা, সাক্ষাৎকার, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ, এই কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করে বাস্তবায়িত হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি আমাদের যাকাত বোর্ডের তত্ত্বাবধান ও অনুমোদনে পরিচালিত হয়, যে বোর্ডে রয়েছেন যাকাত ও এর বণ্টন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চারজন খ্যাতনামা ইসলামি আলেম। প্রতিটি প্রকল্পে সক্ষম দল, দাতা ও সম্ভাব্য উপকারভোগী একই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকেন। ধাপগুলো সংক্ষেপে:

১. সক্ষম দল ও সম্ভাব্য দাতাদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা হয়, যেখানে দাতারা যেকোনো প্রশ্ন করতে পারেন। আমাদের দল দাতাদের একটি বা একাধিক প্রকল্প বেছে নিতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে প্রার্থী প্রক্রিয়াকরণ দল সক্ষমের জন্য আবেদনকারী আনার কাজ করে।
২. প্রাথমিক আলোচনা ও নির্বাচনের পর আমাদের দল দাতাদের দেওয়া যাকাতের অর্থ গ্রহণ করে।
৩. প্রার্থী প্রক্রিয়াকরণ দল প্রতিটি সম্ভাব্য প্রার্থীর তিন ধাপের মূল্যায়ন করে: প্রাথমিক সাক্ষাৎকার, বাড়ি পরিদর্শন ও ঝুঁকি মূল্যায়ন। আমরা শিখেছি, দারিদ্র্যের স্কোরের চেয়ে ঝুঁকি বেশি গুরুত্বপূর্ণ: একই আয়ের পরিবারও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ওপর নির্ভর করে খুব ভিন্নভাবে ঘুরে দাঁড়ায়।
৪. যাকাতের অর্থ হস্তান্তর ও প্রার্থীদের যথাযথ মূল্যায়নের পর প্রক্রিয়াকরণ দল সম্ভাব্য উপকারভোগীদের বিস্তারিত প্রোফাইল তৈরি করে।
৫. আমাদের সক্ষম দল বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্পষ্টতার জন্য এই প্রোফাইল যাকাতদাতাদের সঙ্গে শেয়ার করে, এবং প্রকল্প নম্বরসহ সাইনবোর্ড দিয়ে পরিবারের বাড়িতে সম্পদ হস্তান্তর করা হয়।
৬. হস্তান্তরের পরও দল বাড়ি পরিদর্শন, ব্যবসার পরামর্শ ও আর্থিক প্রশিক্ষণ চালিয়ে যায় এবং দাতার সঙ্গে অগ্রগতির প্রতিবেদন শেয়ার করে।

আমাদের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে, প্রতিটি প্রকল্প সর্বোচ্চ যত্ন ও স্বচ্ছতায় বাস্তবায়িত হয় এবং যাকাতের আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পূর্ণ হয়।

যাকাত তহবিলের ব্যবহারে স্বচ্ছতার জন্য সক্ষম প্রকল্প একটি নিবেদিত শরিয়াহ বোর্ড গঠন করেছে। ঢাকার বিভিন্ন ইসলামি প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ সদস্যদের নিয়ে গঠিত এই বোর্ড যাকাত বণ্টনে সার্বিক স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার ও শরিয়াহ বিধান অনুসরণ নিশ্চিত করার দায়িত্বে আছে। কর্মসূচির প্রথম দিকের বছরগুলো থেকে বোর্ডটি কার্যকর আছে এবং সক্রিয়ভাবে তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে।



মুফতি ওবায়দুর রহমান
হাস্মাদ
মুহাদ্দিস, জামিয়া দারুল
উলুম, মতিঝিল, ঢাকা



মুফতি শাইখ বেলাল
মাহমুদী
প্রতিষ্ঠাতা, দারুল উলুম
মুহাম্মাদিয়া মাদরাসাতুল
হুদা, ঢাকা



মুফতি ইবরাহীম খালিল
খতিব, আল হাবিবিয়া
জামে মসজিদ ও অধ্যাপক,
মাদরাসাতুল হুদা, ঢাকা



মুফতি নেয়ামাতুল্লাহ
সহকারী প্রধান, মারকাযুত
তাকওয়া আল ইসলামিয়া,
ঢাকা

১.৭

শরিয়াহ বোর্ড

সক্ষম শরিয়াহ বোর্ডের সদস্য

১. যাকাত তহবিলের বণ্টন ও হস্তান্তর শরিয়াহ বিধান অনুযায়ী হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা।
২. সম্ভাব্য যাকাত প্রার্থী ও প্রকল্প মূল্যায়ন করা।
৩. কোনো ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরজ কি না তা নির্ধারণ ও তার ব্যাখ্যা দেওয়া।
৪. দাতার সম্পদের ভিত্তিতে যাকাত হিসাব করা।
৫. যাকাত বিষয়ে দাতাদের যেকোনো প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা দেওয়া।

সক্ষম শরিয়াহ বোর্ডের ভূমিকা



02

সক্ষম
মডেল

ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতা ও সামর্থ্যের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম বৈচিত্র্যময় ব্যবসা মডেল দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্য অর্জনের একটি প্রধান উপায় হলো নানা ধরনের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি, যা মানুষকে তাঁদের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই কর্মসূচিগুলো সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে সাজানো, যেন সব শ্রেণির মানুষ অংশ নিতে ও উপকৃত হতে পারেন।

প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি সক্ষম অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। অন্য ব্যবসা ও সংস্থার সঙ্গে কাজ করে সক্ষম তাদের শক্তি ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অতিদরিদ্রদের জন্য উদ্ভাবনী ও কার্যকর সমাধান তৈরি করে। সব মিলিয়ে সক্ষম তার কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি ও বৈচিত্র্যের সংস্কৃতি গড়ে তোলায় নিবেদিত।

বর্তমানে সক্ষমের ব্যবসা মডেল চারটি বড় শ্রেণিতে বিভক্ত:

১. পরিবহনভিত্তিক মডেল
২. ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা (এসএমই)
৩. কৃষিভিত্তিক মডেল
৪. পশুপালনভিত্তিক মডেল

প্রতিটি শ্রেণির অধীনে সক্ষম নানা জীবিকা মডেল দেয়। প্রার্থীরা যে মডেলের জন্য আবেদন করেন সেটির প্রশিক্ষণ পান, যা আর্থিক স্বনির্ভরতার যাত্রায় তাঁদের এগিয়ে রাখে। মডেলের সব সম্পদ হস্তান্তরের পর অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন উপকারভোগীদের অগ্রগতি জানতে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে।

ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে একাধিক জরিপ, সাক্ষাৎকার ও বিশ্লেষণ নথিভুক্ত করা হয়। এই প্রতিবেদনগুলো থেকে জানা যায় কোন প্রার্থীরা ভালো করছেন আর কাদের ব্যবসায় আরও সহায়তা দরকার। যাঁরা সক্ষম প্রকল্পে সহায়তা করেছেন, সেই শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গেও এগুলো শেয়ার করা হয়। ২০২৬ থেকে ২০৩০ কৌশলের অধীনে এই পর্যবেক্ষণ প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একটি ডিজিটাল ব্যবস্থায় যাচ্ছে।

২.১

জীবিকা মডেল

পরিবহনভিত্তিক মডেল



রিকশা, ভ্যান, অটোরিকশা,
নৌকা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা



সেলাই মেশিন, দোকান, চায়ের
দোকান, খাবারের দোকান,
ভ্যানে ব্যবসা

পশুপালনভিত্তিক মডেল



গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-
মুরগি, মাছ

কৃষিভিত্তিক মডেল



জমি চাষ, উঠান বাগান, কৃষি
যন্ত্রপাতি

২.২

পরিবহনভিত্তিক মডেল



রিকশা · ভ্যান
অটোরিকশা · নৌকা

এই শ্রেণির জীবিকা মডেল মূলত শহরের প্রার্থীদের জন্য, যেখানে রিকশা, ভ্যান, সিএনজি, অটোরিকশা ও ইজিবাইক জনপ্রিয়। এই বাহনগুলো প্রায়ই খাবার সরবরাহ, কুরিয়ার সেবা ও মালামাল পরিবহনের মতো ছোট ব্যবসায় ব্যবহৃত হয়। যাঁরা নিজের ব্যবসা শুরু বা আয় করতে চান, তাঁদের জন্য এগুলো সাশ্রয়ী ও সুবিধাজনক। বাহনের পূর্ণ মালিকানা থাকায় যে দৈনিক ভাড়া একসময় গ্যারেজে যেত, তা এখন পরিবারের হাতে থাকে। আর্থিক স্বনির্ভরতার যাত্রা শুরু করতে নিচের পরিবহন মডেলগুলো আছে:

১. রিকশা প্রকল্প
২. ভ্যান
৩. সিএনজি
৪. অটোরিকশা ও ইজিবাইক
৫. রাইড শেয়ারিংয়ের জন্য মোটরবাইক ও গাড়ি
৬. মাছ ধরার নৌকা



ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা



দোকান · স্টল
সেলাই মেশিন

এসএমই জীবিকা মডেল শ্রেণির অধীনে অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন প্রার্থীদের জন্য ছোট থেকে মাঝারি ব্যবসার পূর্ণাঙ্গ আয়োজন দেয়। এতে থাকতে পারে ভ্রাম্যমাণ দোকান (ভ্যানে), স্থায়ী দোকান এবং ব্যবসার নানা সরঞ্জাম (সেলাই মেশিন, দোকানে কম্পিউটার, দোকানের পণ্য ও মালামাল)। প্রার্থীরা পূর্ণাঙ্গ ব্যবসার আয়োজন অথবা তাঁদের বিদ্যমান দোকানের জন্য সরঞ্জাম ও পণ্যের আবেদন করতে পারেন। এসএমই শ্রেণিতে সক্ষমের প্রকল্পগুলো:

১. ভ্যানে ব্যবসা
২. সেলাই মেশিন
৩. চায়ের দোকান
৪. মুদি দোকান
৫. নৌকায় ব্যবসা
৬. ছোট দোকান
৭. খাবারের দোকান



পশুপালনভিত্তিক মডেল শহর ও গ্রাম, দুই জায়গাতেই বহু পরিবারের জীবন বদলাতে সফল হয়েছে। সক্ষমের বিশেষত্ব হলো যাকাতের অর্থ দিয়ে পরিবারকে গবাদিপশু দেওয়া, যাতে তাঁরা সহজে নিজের পশুপালন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবারগুলো স্বনির্ভর হয় এবং তাঁদের জীবনমান বাড়ে। পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিতেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে, কারণ পরিবারগুলো পণ্য বিক্রি করে সমাজের সার্বিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। এই শ্রেণির প্রকল্পে প্রার্থীরা পান:

১. গরু
২. ছাগল
৩. ভেড়া
৪. মুরগি বা হাঁসের খামার
৫. মাছ চাষ ও সরঞ্জাম

২.৩

পশুপালনভিত্তিক মডেল



গরু · ছাগল · ভেড়া
হাঁস-মুরগি · মাছ



রিতু খাতুন · সক্ষম ১৫৩৯



২.৪

কৃষিভিত্তিক মডেল



জমি · যন্ত্রপাতি
উঠান বাগান

কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশে কৃষি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ কৃষকের নিজের যন্ত্রপাতি বা চাষের জমি কেনার সামর্থ্য নেই। গ্রামীণ কৃষকদের জন্য সক্ষম যে জীবিকা প্রকল্পগুলো দেয়:

১. জমি চাষের আয়োজন
২. পাওয়ার টিলার
৩. চাষের যন্ত্রপাতি
৪. ছোট জমির পরিবারের জন্য উঠান বাগান

জলবায়ুর আঘাত সবার আগে কৃষক পরিবারের ওপর পড়ে, তাই চাষ প্রকল্পে ক্রমেই জলবায়ু সহনশীল বীজ এবং অংশীদার কৃষিবিদদের পরামর্শ ব্যবহার করা হচ্ছে।



মো. কাওহার · সক্ষম ৯৯০ · জমি চাষ · সাভার, ঢাকা



আমেনা বেগম · সক্ষম ১২৪০ · জমি চাষ · সাভার



সম্মম ১৩১৬

প্রার্থীতা : মোলাঃ পারুল বেগম
ব্লের নাম : সুদি দোকান
প্রাণালাকা : মিরপুর, ঢাকা



অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন
প্রধান কার্যালয় ২-ডি/৫ পদ্মা

03
সম্মম
নারী

৩.১

নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অভিযান্ত্রিক ফাউন্ডেশন চালু করে বিশেষ উদ্যোগ সক্ষম নারী। আমাদের দেশে বিপুলসংখ্যক নারী দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করেন এবং জীবিকার জন্য বাবা বা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। অনেকের ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদা পূরণও সম্ভব হয় না। সক্ষম নারী এই নারীদের জন্য উপযোগী প্রকল্প দেয়, যেন তাঁরা নিজস্ব ব্যবসা গড়ে তুলে দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন।

নারীদের স্বনির্ভর করে তুলতে সক্ষম নারী উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নারীরা নিজস্ব ব্যবসা শুরু করে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের সামর্থ্য অর্জন করেছেন। এতে কেবল তাঁদের আর্থিক অবস্থাই বদলায়নি, বেড়েছে আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদাও। বর্তমানে সক্ষমের মোট উপকারভোগীর ৬০ শতাংশ নারী, যাঁদের বড় অংশ বিধবা, একক মা ও স্বামী পরিত্যক্তা।

সক্ষম নারীর প্রশিক্ষণে ব্যবসা পরিকল্পনা, বিপণন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ দক্ষতাসহ নানা বিষয় থাকে। উদ্যোক্তা যাত্রায় যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রার্থীরা ধারাবাহিক সহায়তা ও পরামর্শও পান। আমরা শিখেছি, নারীর অংশগ্রহণ আপনাপনি বাড়ে না: সক্ষম নারী কর্মশালা, দলগত কার্যক্রম ও শুধু নারী পরামর্শকের মতো সচেতন নকশাগত সিদ্ধান্ত অপরিহার্য প্রমাণিত হয়েছে।

সক্ষম নারীর প্রভাব দেখা যায় কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া নারীদের সাফল্যের গল্পে। কেউ সফল ছোট ব্যবসা শুরু করেছেন, কেউ বিদ্যমান ব্যবসা বাড়িয়ে আয় বাড়িয়েছেন। এভাবে নারীর ক্ষমতায়নের চেউ অপরিমেয়, কারণ এতে শুধু নারীরাই নন, তাঁদের পরিবার ও সমাজও উপকৃত হয়। স্থিতিশীল আয়ে শিশুরা স্কুলে থাকে এবং পরিবারের সার্বিক কল্যাণ বাড়ে।

সক্ষম নারীর প্রকল্পগুলো:

১. কাপড় ও পোশাকের ব্যবসার আয়োজন ও সরবরাহ
২. নারীদের জন্য কৃষি
৩. হস্তশিল্প ব্যবসার আয়োজন
৪. এমব্রয়ডারি ও দর্জি ব্যবসা
৫. নার্সারির আয়োজন
৬. ঘরে তৈরি খাবার সরবরাহ ব্যবসা
৭. সাধারণ দোকানের আয়োজন
৮. বুটিক দোকানের আয়োজন



৩.২

সক্ষম নারী

সক্ষম ১৬৩৩

ছাগল পালন (পশুপালন প্রকল্প)

২০২৬



মোসাম্মৎ শিল্পী

সক্ষম ১৩২১

সেলাই মেশিন (এসএমই প্রকল্প)

মিরপুর, ঢাকা



পান্না আক্তার মিম

সক্ষম ১৫২১

সেলাই মেশিন (এসএমই প্রকল্প)

মিরপুর, ঢাকা · ২০২৫



সাবিনা বেগম · সক্ষম ১২৮১ · মুরগির খামার · সাভার, ঢাকা



আমিরন · সক্ষম ১২৪৭ · ভেড়া পালন · সাভার, ঢাকা

৩.৩

সফল সক্ষম নারীর গল্প



“

শিল্প আর হাতের কাজ আমার সবসময়ের প্রিয়। ছোটবেলায় মায়ের কাছে সেলাই শিখেছিলাম। তারপর থেকে বাচ্চাদের জামা, পুঁতির ব্রেসলেট, ছোট গয়না বানাতে ভালোবাসি। স্বপ্ন ছিল এই কাজটাকে ব্যবসা বানাব। কিন্তু উপকরণের দাম বেশি, কেনার সামর্থ্য ছিল না। অভিযাত্রিকের কল্যাণে এখন আমার উপকরণসহ পুরো একটা দোকান আছে, আর অবশেষে নিজের হস্তশিল্পের ব্যবসা চালাতে পারছি।

হস্তশিল্প দোকানের মালিক, সক্ষম ১৩১৩, সাতার



স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে নিজেকেই চলতে হয়েছে। বাসাবাড়িতে কাজ করতাম, কিন্তু শরীর খারাপ হওয়ায় কয়েক বছর পর আর পারিনি। অভিযাত্রিকের সাহায্যে এখন বাড়ির কাছে একটা ছোট দোকান চালাই, যেখানে নানা রকম নাস্তা আর খাবার বিক্রি করি। দোকান থেকে ভাড়া আর বাজার খরচ উঠে যায়। কখনো ভালো লাভ হলে নাতি-নাতনিদের জন্য উপহারও কিনতে পারি। এটা আমার জন্য আশীর্বাদ!

ছোট দোকানের মালিক, সক্ষম নারী

সক্ষম ৯৫৯

প্রকল্প গ্রহীতাঃ মহারাজ
প্রকল্পের নামঃ খাবারের হোটেল
প্রকল্প এলাকাঃ মিরপুর, ঢাকা

"সক্ষম" অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন
এর একটি স্থায়ী জীবিকা প্রকল্প



অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন

প্রধান কার্যালয়ঃ ২-ডি/৫ পল্লবী,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
যোগাযোগঃ ০১৭০১৬৬৬৩১০



04

প্রভাব ও
লক্ষ্য

৪.১

এক নজরে: সারা বাংলাদেশে সক্ষম

৩,২০০+

২০১৬ থেকে সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবার

১৮

জেলায় চলমান প্রকল্প

৬০%

সক্ষম নারীর মাধ্যমে নারী উপকারভোগী

৪

মডেল প্রেপি, ২৫-এর বেশি প্রকল্প ধরন

৩

ধাপের মূল্যায়ন: সাক্ষাৎকার, বাড়ি পরিদর্শন, ঝুঁকি মূল্যায়ন

১০

২০২৬ সালে দশম বর্ষে পদার্পণ

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা শহর (মিরপুর, পল্লবী), সাভার, গাজীপুর, ময়মনসিংহ (ত্রিশাল) ও কিশোরগঞ্জ। প্রকল্পের সবচেয়ে বড় ঘনত্ব: শহরে রিকশা, ভ্যান, সেলাই মেশিন, দোকান ও চায়ের দোকান; সাভার ও গাজীপুরে পশুপালন ও উঠান বাগান।

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল ও পটুয়াখালী (চরলতা ও উপকূলীয় ইউনিয়নসহ): ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততার ঝুঁকিতে থাকা পরিবারের জন্য সেলাই মেশিন, দোকান, মাছ ধরার নৌকা ও গবাদিপশু।

খুলনা বিভাগ

কুষ্টিয়া: সেলাই মেশিন, গবাদিপশু ও ছোট দোকান, কৃষক পরিবারের জন্য চাষের সহায়তা।

রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ

রংপুর ও জামালপুর, চরাঞ্চলসহ: রিকশা, গবাদিপশু ও চাষের আয়োজন; ২০২৫ সালে রংপুরের পূর্ব গিলাবাড়িতে জীবিকা প্রকল্পের পাশাপাশি নলকূপ স্থাপন।

চট্টগ্রাম বিভাগ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা: আদিবাসী ও প্রান্তিক পরিবারের জন্য পরিবহন, দোকান ও গবাদিপশু।



সেলাই মেশিন হস্তান্তর, মিরপুর। সেলাই মেশিন এখনও সক্ষম নারীর সবচেয়ে চাহিদার প্রকল্প।

৪.২

বছরের মুখগুলো



মিলি আক্তার · সক্ষম ৯৮৮ · ভেড়া পালন · সাভার, ঢাকা



লতা বেগম · সক্ষম ৯৯৮ · সেলাই মেশিন · মিরপুর, ঢাকা



সক্ষম ১৬০৮ · সবজির ভান · মিরপুর, ঢাকা · ২০২৬



সক্ষম ১৬১০ · হাঁস-মুরগি পালন · সাভার, ঢাকা · ২০২৬

প্রতিটি সক্ষম প্রকল্পের একটি নম্বর ও একটি সাইনবোর্ড আছে। প্রতিবেদনকালে প্রকল্প হস্তান্তর হয়েছে ঢাকা, সাভার, মিরপুর, সাদাপুর, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী ও বরিশালে।

৪.৩

সক্ষমের সাফল্যের গল্প



এসএমই প্রকল্প

“

অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন শুধু আমার জন্য পুরো একটা দোকান বানায়নি, নতুন দোকানের সব মালপত্র আর জিনিসও দিয়েছে। এই প্রথম সাহায্যটা আমার জন্য অনেক বড় ছিল, কারণ এতেই আমার শুরু। দোকানের জিনিস বেচে এখন পরিবারের খরচ চলে, নতুন মাল তুলতে পারি, ছোটখাটো বিনিয়োগও করি। আগামী বছর ভালো রান্নার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আছে, যেন ক্রেতাদের গরম নাস্তা দিতে পারি।

ইসমাইল শিকদার, চায়ের দোকানের মালিক, সক্ষম ৯৯৩



পশুপালন প্রকল্প

ছাগল প্রকল্পে আবেদন করে দুটি ছাগল পেয়েছিলাম। কয়েক মাস আগে আমার ছাগল দুটি বাচ্চা দিয়েছে। আমার জন্য এটা দারুণ খুশির খবর! ওগুলো বড় করে আসছে ঈদের হাটে বেচার পরিকল্পনা আছে। ছাগল বাড়লে ছাগলের দুধের পনির বানিয়ে বিক্রিও শুরু করতে পারব, শহরে যার অনেক চাহিদা।

ফারজানা আখতার, ছাগল মালিক, সক্ষম ৯৮৭



রিকশা

রিকশা কেনার জন্য টাকা জমানোর চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু অনেক দাম। অভিযাত্রিকের কল্যাণে এখন বিনামূল্যে নিজের রিকশা আছে। ব্যস্ত দিনে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত আয় হয়! সব মিলিয়ে পরিবারের খাবার আর বাচ্চাদের স্কুলের খরচ চলে যায়।

ইউসুফ মোল্লা, রিকশা মালিক, সক্ষম ১২৪৫



ভ্যান

আগেও ভ্যান ছিল, কিন্তু ভাড়া দিতে হতো। দিন শেষে লাভের বেশির ভাগই ভাড়ায় চলে যেত। এখন অভিযাত্রিকের সাহায্যে নিজের ভ্যান হয়েছে। পল্লবীর রাস্তায় মাছ বেচি, আর লাভের টাকা নিজের কাছেই থাকে।

ভ্যানে ব্যবসা, সক্ষম ১০১৭



পশুপালন

নিজে কখনো গরু কেনার সামর্থ্য হতো না। কিন্তু এখন আমার একটা গরু আছে, যার দুধ বাজারে আর বাড়ি বাড়ি বিক্রির মতো যথেষ্ট। আমি আর আমার স্ত্রী ভবিষ্যতে ঘি-এর মতো দুগ্ধজাত পণ্য বানানোর পরিকল্পনাও করছি।

কুদ্দুস মিয়া, গরু খামারি, সক্ষম ১২৮০



এসএমই

তিনটা স্কুলপড়ুয়া বাচ্চা নিয়ে স্বামীর একার পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাকে সাহায্য করতে অভিযাত্রিকে একটা ছোট দোকানের জন্য আবেদন করি। এখন দোকান থেকে নিয়মিত বাজার আর বাচ্চাদের পড়ার খরচ চালানোর মতো আয় হয়। স্বামীর কাঁধ থেকে একটা বড় বোঝা নামাতে পেরেছি।

আনজুমান, দোকান মালিক, সক্ষম ১২৮৪



নাসরিন বেগম · সক্ষম ১৬৩৮ · খাবারের দোকান · সাভার, ঢাকা · ২০২৬

৪.৪

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২০১৬ সালে মাত্র দুটি প্রকল্প নিয়ে শুরু হওয়া সক্ষম আজ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০২৫ সালে কর্মসূচিটি দেশের আঠারোটি জেলায় ৩,২০০-এর বেশি প্রকল্পে বিস্তৃত। সক্ষমের মাধ্যমে হাজারো নারী দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের পথ পেয়েছেন, অর্জন করেছেন আত্মবিশ্বাস ও নতুন দক্ষতা। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হয়েছে পুরো পরিবারের জীবনমান।

প্রতিবেদনকালের তিনটি শিক্ষা কর্মসূচির বিবর্তনকে পথ দেখাচ্ছে। প্রথমত, দারিদ্র্যের স্কেরের চেয়ে বৃদ্ধি মূল্যায়ন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, সক্ষমের পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া পরিশোধযোগ্য ক্রয়মূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবস্থা উপকারভোগীর স্বাধীনতা বাড়িয়েছে, তবে প্রশাসনিক ভার বেড়েছে। তৃতীয়ত, নারীর অংশগ্রহণের জন্য সচেতন নকশা প্রয়োজন।

অভিযাত্রিকের ২০২৬ থেকে ২০৩০ পাঁচ বছরের কৌশলে সক্ষম হলো জীবিকা ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের অগ্রগতি মডেলের প্রথম ধাপ। আমাদের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ জেলায় ৫০,০০০ পরিবারে মানসম্মত জীবিকা সহায়তা পৌঁছানো, নেতৃত্বের ৫০% পদে নারীকে আনা এবং ১০০% প্রকল্পকে ডিজিটাল পর্যবেক্ষণে নেওয়া। দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের একটি স্বাধীন মূল্যায়নও একই পরিকল্পনার অংশ। নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস করি, সবার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে সক্ষম মূল ভূমিকা রাখতে পারে।



সম্ভ্রম: ১০০৫

প্রকল্প গহীতাঃ লাবনী বেগম

নামঃ গরু পালন

ঠাকাঃ বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা

অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন

স্থায়ী জীবিকা প্রকল্প

“

এই মূল্যস্ফীতির সময়ে আমার মতো গরিব মানুষের সংসার চালানো খুব কঠিন ছিল। তার ওপর স্কুলপড়ুয়া ছেলে থাকলে খরচ সামলানো আরও কঠিন। আমার স্বামী দিনমজুর, আয় খুব সামান্য। বাড়ি ভাড়া আর ছেলের স্কুলের বেতন দেওয়ার পর কখনো কখনো সারা দিন না খেয়ে থাকতে হতো, কারণ খাবার কেনার টাকা থাকত না। একজন মা হিসেবে, আর সবচেয়ে বড় কথা ঘরের নারী হিসেবে, আমি জানতাম কিছু একটা করতে হবে, যাতে এই আর্থিক কষ্ট একটু কমে। তখনই এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনের খোঁজ পাই। সংস্থার বিনামূল্যে দেওয়া গরু দিয়ে এখন দুধ বেচে আয় করি। সংসারে আর্থিকভাবে অবদান রাখতে পারাটা দারুণ লাগে।

লাবনী বেগম, গরু খামারি, সম্ভ্রম ১০০৫, সাভার, ঢাকা

৪.৫

অর্থায়ন পরিকল্পনা

একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পে অর্থায়নের আনুমানিক খরচ, obhizatrik.org/shokkhom-এর সংক্ষম প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী (অক্টোবর ২০২৬)। দাতারা পুরো প্রকল্প বা তার একটি অংশে অবদান রাখতে পারেন।



পরিবহনভিত্তিক মডেল

প্রকল্প	বিবরণ	খরচ (টাকা)
১. ভ্যান	মালামাল বা যাত্রী পরিবহনের নতুন ভ্যান	২৩,০০০
২. রিকশা	নতুন হাতে তৈরি রিকশা	২৭,০০০
৩. ভানে ব্যবসা	ব্যবসার আয়োজনসহ নতুন ভ্যান	৩০,১০০
৪. অটোরিকশা	নতুন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা, প্রায়ই শারীরিক প্রতিবন্ধী উপার্জনকারীর জন্য	১,২৫,০০০



এসএমই মডেল

প্রকল্প	বিবরণ	খরচ (টাকা)
১. সেলাই মেশিন	দর্জি দোকান বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের নতুন মেশিন	১৫,০০০
২. কাপড়ের ব্যবসা	প্রাথমিক মজুদ ও সরবরাহ	১৫,০০০
৩. দোকান ব্যবসা	পণ্য ও সরবরাহসহ ছোট দোকান	৪০,০০০
৪. চায়ের দোকান	পণ্য ও সরবরাহসহ নতুন চায়ের দোকান	৪০,৩৭৫
৫. খাবারের দোকান	পণ্য ও সরবরাহসহ নতুন খাবারের দোকান	৫০,০০০
৬. মুদি দোকান	পণ্য ও সরবরাহসহ নতুন মুদি দোকান	৮০,৬২৫



পশুপালনভিত্তিক মডেল

প্রকল্প	বিবরণ	খরচ (টাকা)
১. ছাগল	ছাগল (জোড়া)	৩০,০০০
২. গরু	দুধের বা মোটাতাজাকরণের গরু	৮০,০০০
৩. হাঁস-মুরগি	খামারের আয়োজন	৮০,০০০ থেকে ৯০,০০০



কৃষিভিত্তিক মডেল

প্রকল্প	বিবরণ	খরচ (টাকা)
১. জমি চাষ	এক মৌসুমের বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ	৫০,০০০
২. উঠান বাগান	বীজ, চারা, বেড়া ও সরবরাহ	২০,০০০

অন্যান্য প্রকল্প (সিএনজি, ইজিবাইক, নৌকা, পাওয়ার টিলার, মাছ চাষ, সংক্ষম নারীর হস্তশিল্প, নার্সারি ও বুটিক) তালিকাভুক্তির সময় প্রার্থী অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়।



05
স্বীকৃতি

পুরস্কার ও স্বীকৃতি

ষোলো বছরের নিরলস কাজের স্বীকৃতি। পটুয়াখালীর গ্রামের স্কুল থেকে আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনের মঞ্চ পর্যন্ত, অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনের কাজ বিশ্বের সম্মানিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রতিটি পুরস্কার সেই জনগোষ্ঠী, স্বেচ্ছাসেবক ও অংশীদারদের প্রাণ, যাঁদের অবদানে এটি সম্ভব হয়েছে।

১৪	১ কোটি+	১৬+	৪০+
২০১৮ থেকে বড় পুরস্কার	মানুষের কাছে পৌঁছানো	বছরের সেবা	গণমাধ্যমে প্রকাশ

সারণি ২। বছরভিত্তিক স্বীকৃতি, ২০১৮ থেকে ২০২৬। সূত্র: obhizatrik.org/award-recognition

বছর	মর্যাদা	স্বীকৃতি	প্রদানকারী
২০২৬	বিজয়ী	ইপিক এয়ার কোয়ালিটি ফান্ড	এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম
২০২৫	বিজয়ী	চ্যাম্পিয়ন অব কজেস	ট্যালি এমএসএমই অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫
২০২৪	বিজয়ী	কমিউনিটি বিজনেস অ্যাওয়ার্ড ২০২৪	এঅ্যান্ডও শিয়ারম্যান, লন্ডন
২০২৪	ফাইনালিস্ট	জায়েদ সাসটেইনেবিলিটি প্রাইজ, কপ২৯	সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার, বাকু
২০২৩	পুরস্কার	নারী ও কন্যাশিশুর সাক্ষরতায় আইসেসকো পুরস্কার, অভিযাত্রিক স্কুল পটুয়াখালী ও সক্ষমের স্বীকৃতি	ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন, রাবাত
২০২৩	ফাইনালিস্ট	জায়েদ সাসটেইনেবিলিটি প্রাইজ, কপ২৮	সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার, দুবাই
২০২৩	আঞ্চলিক ফাইনালিস্ট	কমনওয়েলথ ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড ২০২৩, এশিয়া অঞ্চল	কমনওয়েলথ সচিবালয়, লন্ডন
২০২৩	সম্মাননা	আইএলএ ৩০ আন্ডার ৩০	ইন্টারন্যাশনাল লিটারেসি অ্যাসোসিয়েশন, যুক্তরাষ্ট্র
২০২২	পুরস্কার	ওয়ার্ল্ড অব ডিফারেন্স অ্যাওয়ার্ড	দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স ফর উইমেন (টিআইএডব্লিউ)
২০২১	সম্মাননা	ফোর্বস ৩০ আন্ডার ৩০ এশিয়া, সামাজিক প্রভাব (প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ ইমতিয়াজ জামি)	ফোর্বস মিডিয়া
২০২১	পুরস্কার	যুব স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার	বাংলাদেশ সরকার
২০২১	পুরস্কার	দারিদ্র্য বিমোচনে বর্ষসেরা তরুণ মানবতাবাদী	সিএসআর অ্যাওয়ার্ড, বাংলাদেশ
২০২০	পুরস্কার	জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড, অতিদরিদ্রের ক্ষমতায়নে	সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন, বাংলাদেশ
২০১৮	পুরস্কার	টেকসই উন্নয়নে এশিয়ান ইয়ুথ অ্যাডভোকেটস অ্যাওয়ার্ড	এশিয়ান ইয়ুথ ফোরাম
২০১৮	পুরস্কার	সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৮	ওয়াইএসএসই, বাংলাদেশ

৫.২

শুভানুধ্যায়ীদের মন্তব্য

নব্য উদারনৈতিক এনজিওগুলোর সুদৃষ্টান্তিক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির তুলনায় এনজিও অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনের যাকাতভিত্তিক সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি সক্ষম তার সদস্যদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে বেশি কার্যকর।

এ. আই. মাহবুব উদ্দিন আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

গবেষণাপত্র: *Islam, Neoliberalism and Social Inequality in Bangladesh: A Social Policy Perspective*

অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনের যে প্রভাবশালী উদ্যোগটি আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে, তা হলো তাদের যাকাতভিত্তিক জীবিকা মডেল সক্ষম। এই উদ্ভাবনী প্রকল্প যাকাত তহবিলের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য টেকসই জীবিকার সুযোগ তৈরি করে। যাকাতের কৌশলগত ব্যবহারের জন্য আমরা অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনকে সাধুবাদ জানাই, যা শুধু অভাবীদের সাহায্যই করে না, মানুষকে দারিদ্র্য থেকে নিজেকে তুলে আনার শক্তিও দেয়।

এম ফজলুল করিম

কান্ট্রি কোঅর্ডিনেটর, বাংলাদেশ

শরিয়াহ বোর্ডের নির্দেশনায় এবং ইসলামি আলেমদের সহায়তায় অভিযাত্রিক তাদের জীবিকাভিত্তিক প্রকল্প সক্ষম পরিচালনা করে আসছে। চমৎকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা দরিদ্র ও অভাবী মানুষকে কার্যকরভাবে ক্ষমতায়িত করছে।

মুফতি শাইখ বেলাল মাহমুদী

প্রতিষ্ঠাতা, দারুল উলুম মুহাম্মাদিয়া মাদরাসাতুল হুদা, ঢাকা



সক্ষম: ১০০১

প্রকল্প গ্রহীতাঃ মোঃ রেজোয়ান আলী
প্রকল্পের নামঃ রিকশা
প্রকল্প এলাকাঃ মিরপুর, ঢাকা
“সক্ষম” অভিযান্ত্রিক ফাউন্ডেশন
এর একটি স্থায়ী জীবিকা প্রকল্প



অভিযান্ত্রিক ফাউন্ডেশন
সম্মান কার্যালয়ঃ ৯/ডি/৩ পল্লী,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৩
যোগাযোগের নংঃ ১১৭৩২৩৬৮৫১৫৯

এই রিকশাটি অভিযান্ত্রিক ফাউন্ডেশনের সক্ষম প্রকল্পের মাধ্যমে
বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে।

সক্ষম অভিযান্ত্রিক ফাউন্ডেশনের একটি জীবিকা প্রকল্প



Changing Bangladesh

obhizatrik.org/shokkhom · info@obhizatrik.org · +880 1701 666301